সংবাদ

তারিখ 26 FEB 2009
পৃষ্ঠা ... ২১ ... কলাম ... ৪ ...

কুষ্টিয়া কলেজে ছাত্রলীগ দু'গ্রুপে সংঘর্ষ : পুলিশসহ আহত ২০

● চবিতে আহত আরও ৫

সংবাদ ডেস্ক

কুষ্টিয়া সরকারি কলেজে ছাত্রলীগ দু'গ্রুপের মধ্যে ব্যাপক সংঘর্ষ হয়েছে। এ সময় ছাত্রলীগ কর্মীরা অধ্যক্ষের কক্ষসহ ৩টি ডিপার্টমেন্ট ও ১০টি দোকানে ভাঙচুর চালায়। তারা অধ্যক্ষ কাদের হোসেইনকে তার কক্ষে আটকে রাখেন। এ ঘটনায় পুলিশসহ কমপক্ষে ২০ জন আহত হয়েছে। এদিকে নতুন ভিসি প্রো-ভিসিকে বরণ করা নিয়ে ছাত্রলীগের দু'গ্রুপে সংঘর্ষ হয়েছে। এ ঘটনায় আহত হয়েছে, কমপক্ষে একজন। বিস্তারিত জানাচ্ছেন সংবাদ প্রতিনিধিরা :

কুষ্টিয়া : ক্যাম্পাসে আধিপত্য বিস্তার, ক্রীড়া অনুষ্ঠানের কমিটি গঠন ও অনার্সে ছাত্রছাত্রী ভর্তিকে কেন্দ্র করে আবারও কুষ্টিয়া সরকারি কলেজে ছাত্রলীগের দু'গ্রুপের মধ্যে ভয়াবহ সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে। গতকাল বুধবার দুপুর ১২টার এ সংঘর্ষে পুলিশের এক এসআইসহ উভয় গ্রুপের ২০ জন আহত হয়েছে। আহতদের কয়েকজনকে কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। সংঘর্ষ চলাকালে কলেজ অধ্যক্ষের কক্ষসহ ৩টি ডিপার্টমেন্টে ব্যাপক ভাঙচুর করেছে ছাত্রলীগ কর্মীরা। ছাত্রলীগ কর্মীরা কলেজ অধ্যক্ষকে তার কক্ষে আটকে রাখে। এছাড়া কলেজ মোড়ের ১০টি দোকানে হামলা চালিয়ে ভাঙচুর করেছে বিক্ষুব্ধ কর্মীরা। এ ঘটনার প্রতিবাদে ব্যবসায়ীরা দোকানপাট বন্ধ করে দেন।

পুলিশ ও প্রত্যক্ষদর্শী ছাত্ররা জানায়, বুধবার ১২টার দিকে কুষ্টিয়া সরকারি কলেজ ছাত্রলীগের একটি অংশের নেতৃত্বদানকারী হান্নান বিশ্বাস ও কলেজ কমিটির অপর অংশের [illegible] ইদু সুমনের গ্রুপের সমর্থকদের মধ্যে অনার্সে ছাত্রছাত্রী ভর্তি ও বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতার কার্যনির্বাহী কমিটি গঠনকে কেন্দ্র করে প্রথমে কথা কাটাকাটি শুরু হয়। এ সময় হান্নান বিশ্বাসের অনুগত ছাত্রলীগ কর্মীরা সমুন গ্রুপের সমর্থকদের মারধর শুরু করলে সংঘর্ষের সূত্রপাত হয়। পরে দুই গ্রুপই দেশীয় অস্ত্র রামদা, হকিস্টিক, হাতুড়ি, রড নিয়ে সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ে। এ সময় ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়া ও ইটপাটকেল নিক্ষেপের ঘটনায় কলেজ রণক্ষেত্রে পরিণত হয়। পুলিশের সামনেই চলে দুই দলের তাণ্ডব।

প্রায় ঘণ্টাব্যাপী চলা সংঘর্ষে হান্নান বিশ্বাসের অনুগত অংশের সাংগঠনিক সম্পাদক আবদুল্লাহ আল মামুন, পুলিশের এসআই শামসুদ্দিন আহমেদ, ছাত্রলীগ কর্মী অমিত সেন, এনামুল, কর্মী সুমনসহ ২০ জন আহত হয়েছে।

এদিকে সংঘর্ষ চলাকালে বিক্ষুব্ধ ছাত্রলীগ কর্মীরা কলেজ অধ্যক্ষ কাদের হোসাইনের কক্ষসহ ৩টি ডিপার্টমেন্টে ভাঙচুর করেছে। কলেজের সামনের ১০টি দোকানেও এ সময় ভাঙচুর চালানো হয়। এ ঘটনার প্রতিবাদে ব্যবসায়ীরা দোকান বন্ধ করে দেন।

কলেজ অধ্যক্ষ কাদের হোসাইনকে তার কক্ষে কয়েক ঘণ্টা আটকে রাখে ছাত্রলীগ কর্মীরা। এদিকে পুলিশের সামনেই দুই গ্রুপ সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়লেও তারা নীরব ভূমিকা পালন করে। সংঘর্ষ শেষে পুলিশের কয়েকজন এসআই কলেজ মোড়ের রাস্তায় চলাচলরত সাধারণ লোকজনকে বেধড়ক মারধর করে বলে স্থানীয়রা জানান। পরে জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক আজগর আলীর হস্তক্ষেপে পরিস্থিতি শান্ত হয়।

এ ব্যাপারে কুষ্টিয়া সদর থানার ওসি বাবুল উদ্দিন সর্দার জানান, পুলিশ যথাযথভাবে দায়িত্ব পালন করেছে। কোন সাধারণ লোকজনকে মারধর করা হয়নি বলে তিনি দাবি করেন। কলেজ অধ্যক্ষ কাদের হোসাইন বলেন, কিছু উচ্ছৃঙ্খল ছাত্র হামলা চালিয়ে কলেজের কয়েকটি কক্ষ ভাঙচুর করেছে।

চবি : চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রলীগের দু'গ্রুপের মধ্যে সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে। নতুন ভিসি ও প্রো-ভিসিকে ফুল দিয়ে বরণ করা নিয়ে গতকাল বুধবার সকালে ছাত্রলীগের দু'পক্ষের নেতাকর্মীরা সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ে। সংঘর্ষে বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সাহিত্য ও পাঠচক্র সম্পাদক এবং ব্যবস্থাপনা তৃতীয় বর্ষের ছাত্র মো. ইমরানসহ কমপক্ষে ৫ শিক্ষার্থী আহত হয়েছে। সংঘর্ষ মোকাবেলায় ক্যাম্পাসে অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করা হয়।

এদিকে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের নতুন ভিসি অধ্যাপক ড. আবু ইউসুফ এবং প্রো-ভিসি অধ্যাপক ড. মো. আলাউদ্দিন গতকাল তাদের নতুন দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন। সকাল ১১টার দিকে নতুন ভিসি ও প্রো-ভিসি কার্যালয়ে গেলে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, কর্মকর্তা-কর্মচারী এবং কয়েকটি ছাত্রসংগঠনের নেতাকর্মীরা তাদের ফুল দিয়ে বরণ করেন। এ সময় বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ বজায় রাখতে সবার সহযোগিতা কামনা করেন নতুন ভিসি-প্রো-ভিসি।

নতুন ভিসি প্রফেসর ড. আবু ইউসুফ 'সংবাদ'কে বলেছেন, 'চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার মান প্রসারে তিনি ও তার প্রশাসন সর্বাত্মক চেষ্টা চালিয়ে যাবেন। ফিরিয়ে আনবেন বিশ্ববিদ্যালয়ের হারানো ভাবমূর্তি। এছাড়া বিশ্ববিদ্যালয়কে একটি মুক্তবুদ্ধির কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তুলবেন বলেও তিনি জানান।

ড. আবু ইউসুফ ১৯৯৬ সাল থেকে ২০০১ সাল পর্যন্ত চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের উপ-উপাচার্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। এছাড়া তিনি বিগত মেয়র নির্বাচনে 'চট্টগ্রাম নাগরিক কমিটির প্রধান হিসেবেও মুখ্য ভূমিকা পালন করেন। চট্টগ্রামের বিভিন্ন সামাজিক-সাংস্কৃতিক আন্দোলনেও তার উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রয়েছে।